আজকের কাগজ

তারিখ 04 FEB 1995
পৃষ্ঠা ৬ কলাম 2

9

অবহেলার শিকার উত্তর চট্টগ্রামের পাঁচ শতাধিক প্রাথমিক বিদ্যালয়

সরকারি উদ্যোগের অভাব, অব্যবস্থাপনা, খামখেয়ালী, থানা প্রশাসনের দায়িত্বহীনতা, স্বজনপ্রীতি, জীর্ণশীর্ণ বিদ্যালয়গৃহ, শিক্ষক স্বল্পতা, ক্লাসরুম সংকটসহ বিভিন্ন সমস্যায় উত্তর চট্টগ্রামের ৬টি থানায় সাত শতাধিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে অন্ততঃ পাঁচ শতাধিক প্রাথমিক বিদ্যালয় অবহেলার শিকার হচ্ছে।

এ অবহেলার কারণেই উত্তর চট্টগ্রামের ২০ হাজার শিশুর ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। সরকারি বিধি অনুযায়ী পাঁচ বছরের উর্ধ্বে শিশুদেরকে বিদ্যালয়গামী করার প্রচেষ্টা এক শ্রেণীর শিক্ষকদের ছলছাতুরিতার কারণে ব্যর্থ হয়ে পড়েছে।

যার কারণে পল্লী এলাকার কিংবা পাহাড়ী অঞ্চলের শিশুরা বিদ্যালয়ে আসতে উৎসাহ পাচ্ছে না। সম্প্রতি এক জরিপে দেখা গেছে, হাটহাজারী থানার ১২৩টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে ৯৭টি, ফটিকছড়িতে ১৩১টির মধ্যে ৯০ টি, রাউজানে ১২০টির মধ্যে ৮২টি, রাঙ্গুনিয়ায় ১১৫টির মধ্যে ৭৭টি, সীতাকুণ্ডে ১১৩টির মধ্যে ৫৫টি, মিরেরশ্বরাইতে ১১৯টির মধ্যে ৮৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয় অবহেলার শিকার। এছাড়া এসব প্রাথমিক বিদ্যালয়ে লেখাপড়ার কোন মানোন্নয়ন হচ্ছেনা। কোন কোন বিদ্যালয়ে ৫ জন শিক্ষকের মধ্যে ২/৩ জন নামমাত্র ক্লাস নিয়ে ১২টার পর ক্লাস ছুটি দিয়ে দেয়। আবার কোন কোন শিক্ষক একনাগাড়ে কয়েক দিন স্কুলে না এসে পরে একসঙ্গে দস্তখত দিয়ে ঠিকভাবে উপস্থিতি দেখায়। অভিযোগে প্রকাশ, আজকাল থানা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তারা সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয় পরিদর্শনে যান না। এমনকি জোনভিত্তিক সহকারী শিক্ষা বর্মকর্তারা পরিদর্শনে না গিয়ে শিক্ষকদের যোগসাজশে মাসের পর মাস ঘরে বসে মনগড়া রিপোর্ট লিখে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে প্রেরণ করে থাকেন। যার সঙ্গে বাস্তবের কোন মিল নেই। হাটহাজারী থেকে সনজয় মহাজন।